অধিকারের তত্ত্ব

বিকাশ নস্কর
সহকারী অধ্যাপক
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
মহিতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয় জাঙ্গীপাড়া, হুগলী
ফোনঃ ৯৭৩৪৮১৯৮৭২
মেইলঃ naskarbikash461@gmail.com
তারিখঃ ২৮/০৮/২৩

আলোচ্য সূচি

- অধিকারের ধারণা ও সংজ্ঞা
- অধিকারের ধারণার উদ্ভব ও বিবর্তন
- অধিকারের বৈশিষ্ট্য
- অধিকার সম্পর্কিত বার্কারের ধারণা
- অধিকার সম্পর্কিত ল্যাস্কির ধারণা
- অধিকারের শ্রেণীবিভাগ
- অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব
- অধিকার ও কর্তব্যঃ তুলনামূলক আলোচনা

অধিকারের ধারণা ও সংজ্ঞা

- উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অধিকার, সাম্য, ন্যায় বিচার প্রভৃতি ধারণাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ ব্যক্তির প্রাধান্য ও স্বাধীনতা হল এই মতবাদের সার কথা।
- সাধারণভাবে অধিকার বলতে কোন কিছু দাবীকে বোঝায়। এ ধরণের দাবী সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত হতে পারে।
- **বার্কারের** মতানুসারে, " *রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক বাহ্যিক শর্তাবলী নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করে থাকে। এই সমস্ত নির্ধারিত ও সংরক্ষিত শর্তকে অধিকার হিসেবে অভিহিত করা হয়*"।
- **অধিকারের সামাজিক ধারাণাঃ** মানুষ হল সামাজিক জীব। তাই সমাজ বহির্ভূতভাবে ব্যক্তি তার অধিকার লাভ করতে পারে না। জনগণের দাবী সমাজের মধ্যেই স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হলে তবেই অধিকারে পরিণত হয়। তাই অধিকার একটি সামাজিক ধারণা।
- **অধিকারের আইনগত ধারণাঃ** অধিকারের আইনগত ধারণার প্রবক্তারা (হবস, বেন্থাম, অস্টিন প্রমুখ) মনে করেন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবীই হল অধিকার। অর্থাৎ রাষ্ট্রই সমাজের পক্ষে আইনের মাধ্যমে এই অধিকারকে স্বীকৃতি জানায় ও সংরক্ষনের ব্যবস্থা করে। **বোসাংকেত**-এর মতে "*Right is a claim recognised by society and enforced by the state*"

চলছে...

- **অধিকারের নৈতিক ধারণাঃ** রাষ্ট্রদর্শনে অধিকার বলতে বোঝায় মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তিজীবনের সম্যক প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সবিধা। অধ্যপক ল্যাস্কির মতে অধিকার হল সামাজিক জীবনের এমন কিছু আবশ্যিক শর্ত যেগুলির অবর্তমানে মানুষ নিজের সর্বোচ্চতম বিকাশলাভ করতে পারে না। আবার জনগণ কর্তৃক এমন বহু অধিকারের দাবী উত্থাপিত হয় রাষ্ট্র যাকে স্বীকৃতি দেয় না। অর্থাৎ স্থান কালের অভিজ্ঞতা তত্ত্বগত চিন্তা থেকে যে অধিকারকে একটা বিশেষ সমাজের মানুষ তার প্রাপ্য বলে মনে করে সেটাকেই বলা হয় নৈতিক অধিকার।

সুতরাং,

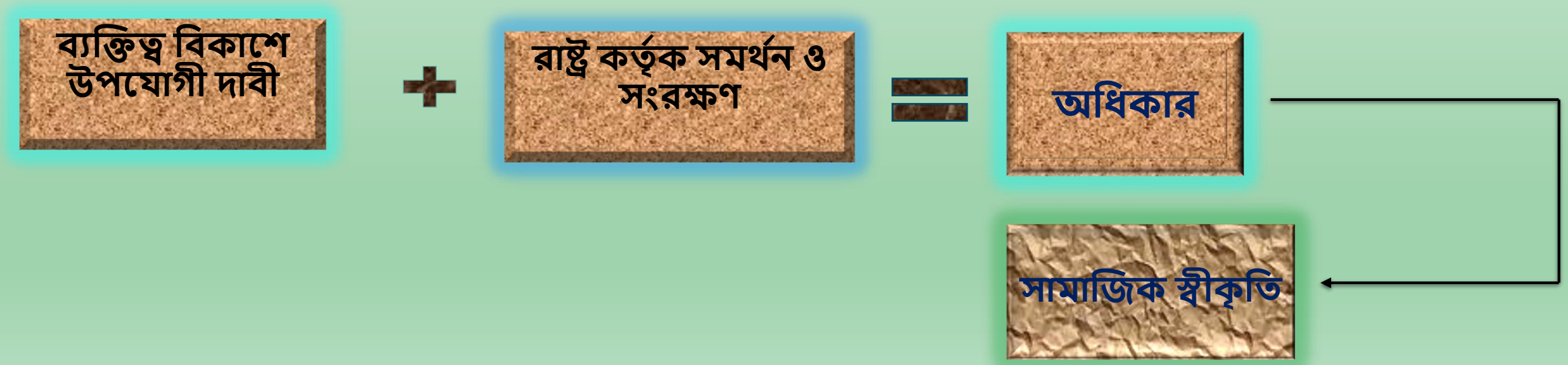

অধিকারের ধারণার উদ্ভব ও বিবর্তন

❖ পশ্চিমী রাষ্ট্র চিন্তার বিশ্লেষণ

- ❖ প্রাচীন গ্রীসের নগরকেন্দ্রীক রাষ্ট্রে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দে সোলন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, ক্লিসস্থিনিস ও পেরিক্লিসের মাধ্যমে যার উৎকর্ষ সাধিত হয়।
- ❖ দাস ও মহিলাদের অধিকার এই পর্বে স্বীকৃত ছিলনা।
- ❖ সফিস্ট দার্সনিক চিন্তায় অধিকারের ধারণার আভাস পাওয়া যায়।
- ❖ সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল এঁর চিন্তায় ন্যায়ের ধারণা থাকলেও অধিকারের ধারণা তেমন পাইনা।
- ❖ স্টোয়িক দর্শনে সমতা, স্বাধীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বনাগরিকতা অধিকারের ধারণার ভিত প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।
- ❖ রোমান রাষ্ট্রচিন্তায় অধিকার সংক্রান্ত আইনি তত্ত্বের উৎস পাওয়া যায়। কারন রোমানরা মনে করতেন আইনি রাষ্ট্রই ব্যক্তির অধিকারের উৎস।
- ❖ মধ্যযুগে খ্রিষ্টধর্মের আধিপত্য ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকার সীমিত ব্যক্তি ও শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।
- ❖ পনেরো শতকে ইতালিতে উদ্ভুত নবজাগরণের প্রভাবে যুক্তিবাদী ও মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটলে অধিকারের ধারণাও বিকিশিত হয়।

❖ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল

- ❖ তত্ত্বগত চিন্তাভানার ফলাফল স্বরুপ সময়ের তাগিদে দেশে দেশে মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের শর্ত হিসেবে অধিকারের ধারণা স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং কালের পরিবর্তিনে তার উন্নতিবিধানও হয়েছে।
- ❖ ইতিহাসের আলোয় এমন কতকগুলি দলিলের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলির মধ্য দিয়ে সহজেই অধিকারের ধারণার বিবর্তন উপলব্ধি করা যায় বা বলা যায় এগুলির মধ্য দিয়ে অধিকারের ধারনার ভিত্তি আরো সদৃঢ় হয়েছে।

ব্রিটেন	
১২১৫ সালের মহাসনদ	রাজার স্বেচ্ছারের বিরুদ্ধে সামান্তদের অধিকার
১৬২৮ দ্য পিটিশন অফ রাইটস	পুঁজিপতিদের অধিকার বিস্তার
১৬৮৮ অধিকারের বিল	রাজার পরিবর্তে পার্লামেন্টের প্রাধান্য

চলছে....

পশ্চিমী রাষ্ট্র চিন্তার বিশ্লেষণ

- সপ্তদশ শতাব্দীতে জন **লক**-এর 'Tow Treaties on Civil Government' গ্রন্থে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার মাধ্যমে অধিকারের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মান।রাষ্ট্র যদি এগুলি রক্ষা করতে না পারে তার বিরোধিতা করার অধিকার জনগণের থাকবে।
- অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে **রুশোর** জনগণের সার্বভৌমতা, জেরমি বেন্থামের হিতবাদী দর্শন, মিলের স্বাধীনতার ধারণার মাধ্যমে অধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করে। মিল ব্যক্তি স্বাধীনতা অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের সীমিত হস্তক্ষেপের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
- ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাববাদী দার্শনিক **গ্রীন**-এর বক্তব্যে অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতে নৈতিক উপলব্ধির জন্য মানুষের যেসব অধিকার একান্ত অপরিহার্য তাই স্বাভাবিক অধিকার।
- মার্ক্সবাদী তত্ত্বে অধিকারের প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। ১৮৪৩ সালে রচিত 'On Jewish Question' প্রবন্ধে **কার্ল মার্ক্স** দেখান অধিকারের দাবী মূলত বর্জোয়া ব্যক্তির দাবী। তাঁর মতে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও অধিকার সুনিশ্চিত হতে পারে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে। তার জন্য সমাজের মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল

১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের The Varginian Declaration of Rights	মার্কিন নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার ভিত্তি প্রিতিষ্ঠা
১৭৯১ সালে American Bill of Rights	নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি
১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের Declaration of the Man and Citizen	স্বাধীনতা, সম্পত্তি নিরাপত্তার অধিকারের স্বীকৃতি
১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর গৃহীত মেক্সিকো (১৯১৭), জার্মানি ও স্পেনের সংবিধান (১৯৩১)	অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি।

অধিকারের বৈশিষ্ট্য

- অধিকারের ধারণা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন **ব্যক্তিত্ব বিকাশের** সঙ্গে যুক্ত এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনই উদ্দেশ্য।
- অধিকার হল একটি **সামাজিক ধারণা**। কারণ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে ব্যক্তি সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনই অধিকার ভোগ করতে পারে না।
- অধিকার একটি **আইনগত ধারণা**, কারণ রাষ্ট্র আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ করে থাকে।
- অধিকার হল **প্রাক-রাষ্ট্র** বিষয়। কারণ অধিকারের উৎস হল ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্টতম বিকাশের অনিবার্যতা।
- অধিকার সামাজিক কল্যানবোধের সঙ্গে যুক্ত একটি **সমষ্টিগত বিষয়**। কারণ কোন ব্যক্তি কখনি একাকী অধিকার ভোগ করতে পারে না।

চলছে...

- নাগরিকদের অধিকার ভোগের মাত্রা **রাষ্ট্রের প্রকৃতি** বা চরিত্রের উপর নীর্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার ভোগের মাত্রা একই নয়।
- অধিকারের ধারণার সাথে **সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়, আইন** প্রভৃতি ধারণাগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিষয়গুলি ছাড়া অধিকার অর্থহীন ও অস্থিত্বহীন।
- অধিকার একটি **গতিশীল বা পরিবর্তনশীল** ধারণা। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তির চাহিদা, চিন্তা চেতনার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অধিকারের ধারোনার পরিবর্তন হয়ে থাকে।
- **অধিকার ও কর্তব্য** একই মুদ্রার দুটি পিঠ। কারণ একজনের অধিকার ভোগ অন্যের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল।

অধিকার সম্পর্কিত বার্কারের ধারণা

- **বার্কার প্রদত্ত অধিকারের সজ্ঞাঃ** Principal of Social and Political Theory গ্রন্থে বার্কার তাঁর অধিকারের ধারণা তুলে ধরেন। বার্কারের মতানুসারে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল তার সদস্যদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বর্তমান গুনাবলীর বিকাশ সাধন করা, যা ব্যক্তির চূড়ান্ত রাজনৈতিক মূল্যবোধ।

- **বার্কারের** মতানুসারে, *" রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক বাহ্যিক শর্তাবলী নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করে থাকে। এই সমস্ত নির্ধারিত ও সংরক্ষিত শর্তকে অধিকার হিসেবে অভিহিত করা হয়"*।

- **বার্কারের বৈধ ব্যক্তিত্বের ধারণাঃ** বার্কারের মতে রাষ্ট্র এবং আইন ন্যায় ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একে তিনি বলেছেন যথার্থ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার ফল হল অধিকার। ব্যক্তির অধিকার সমষ্টি রাষ্ট্রের ভিতরে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে থাকে। এই অধিকার হল ব্যক্তির সমগ্র সামর্থ্য ও পদমর্যাদার প্রতিরূপ। অর্থাৎ অধিকারই ব্যক্তির সাধারণ ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক, যাকে তিনি বলেছেন বৈধ ব্যক্তিত্ব।

- **বার্কারের নৈতিক ব্যক্তিত্বের ধারণাঃ** ব্যক্তির অধিকারের দাবী তার নৈতিক বোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ কোন অনৈতিক কাজের জন্য অধিকার দাবী করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তি তার নৈতিক সত্ত্বার বিকাশ সাধনের জন্য অধিকারের দাবী জানায়, যা থেকে নৈতিক ব্যক্তির জন্ম হয়। বার্কার তার অধিকারের আলোচনায় আইন থেকে নৈতিকতার আলোচনায় উপনীত হয়েছেন।

- **অধিকার ব্যবস্থার সামগ্রিকতাঃ** অধিকার কোন বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধিকার ভোগ করতে পারেনা।

- **রাষ্ট্র ও আইনের সঙ্গে অধিকারের সম্পর্কঃ** নাগরিকের দাবী ⟶ রাষ্ট্রের সমর্থন ⟶ আইনের প্রণয়ন ⟶ অধিকারের সংরক্ষণ

বার্কারের মতে অধিকারের উৎস

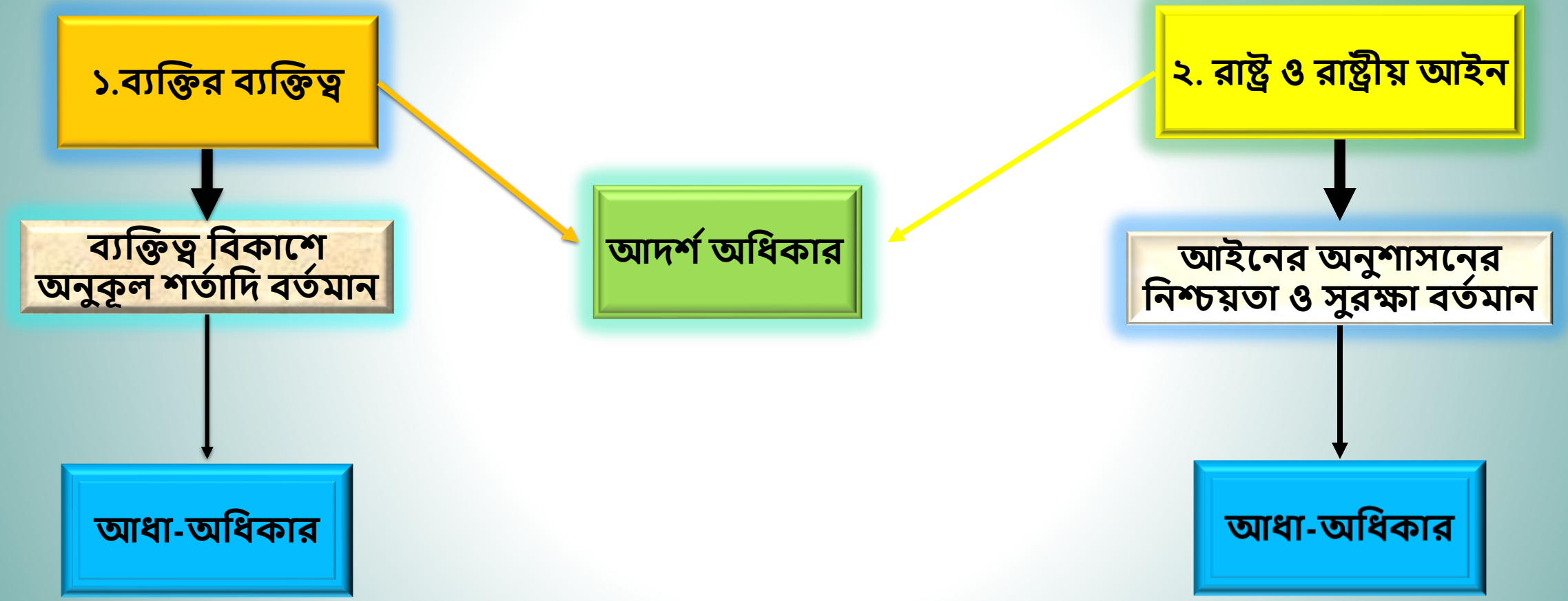

অধিকার সম্পর্কিত ল্যাস্কির ধারণা

- **ল্যাস্কি** তাঁর '**A Grammer of Politics**' এবং '**Authority in Modern State**' গ্রন্থে অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ল্যাস্কির মতে মানুষ নীজেদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে, তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষন ব্যবস্থা করা। এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ করে থাকে।
- **ল্যাস্কির মতে** বস্তুত অধিকার হল সমাজ জীবনের সেই সমস্ত **অবস্থা বা শর্ত** যেগুলি ছাড়া কোন মানুষ তার **বক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সচেষ্ট** হতে পারে না। শর্ত গুলি পূরন হলে মানুষ উদ্যোগী হয়। রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য এই অবস্থা বা শর্তের রক্ষণবেক্ষণের ব্যবস্থা করে।
- **রাষ্ট্র অধিকারের স্রষ্টা নয়ঃ** অধিকার হল রাষ্ট্র পূর্ব ধারণা।অধিকারের উদ্ভব ব্যক্তির বিকাশের অপরিহার্যতা থেকে, রাষ্ট্রের স্বকৃতী পরের বিষয়।
- **সকল ইচ্ছা পূরনের দাবী অধিকার নয়ঃ** শুধুমাত্র ব্যক্তিসত্ত্বার সর্বোচ্চ বিকাশসাধনের সঙ্গে যুক্ত দাবী হল অধিকার।
- **অধিকার সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্যঃ** ব্যক্তির এমন কোন অধিকার থাকতে পারে না যা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। কারো অধিকার অন্য সকলের অধিকার থেকে আলাদা নয়।
- **অধিকার স্থান-কালের আপেক্ষিকঃ** অধিকারের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু সময়ের সাথে পরিবর্তশীল।
- **সামাজিক কল্যাণবোধযুক্তঃ** সামাজিক কল্যাণসাধনের চেতনার সঙ্গে যুক্ত বলেই সমাজ ও রাষ্ট্র দাবীগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।
- **উপযোগিতা ও যথার্থতাঃ** অধিকারের উপযোগিতা নির্ধারণের মানদন্ড হল নাগরিকের চাহিদা পূরণের সামার্থ্য। তাঁর মতে অধিকারের যথার্থতাও যাচাই করা দরকার। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচারণ করবে না। রাষ্ট্র যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য করে থাকে তাহলে তারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখেবে না, তা প্রত্যাহার করবে।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

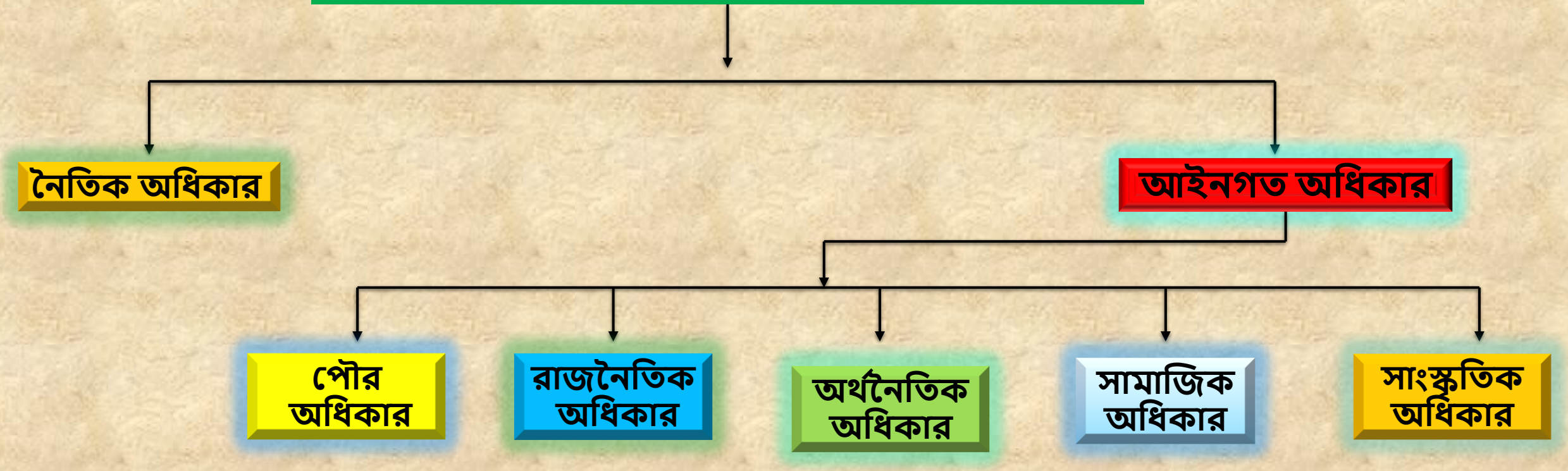

অধিকার সমূহ...

- নৈতিক অধিকারঃ সন্তানের থেকে বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের অধিকার, ছাত্রছাত্রীদের থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্মান পাওয়ার অধিকার প্রভৃতি।
- আইনগত অধিকারঃ রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।
- পৌর অধিকারঃ মানুষের সভ্য ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার, সাম্যের অধিকার, চুক্তির অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার প্রভৃতি।
- রাজনৈতিক অধিকারঃ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হবার অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার, বিপ্লব করার অধিকার প্রভৃতি।
- অর্থনৈতিক অধিকারঃ অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। কাজের অধিকার, কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করার অধিকার, সমকাজের সম বেতনের অধিকার প্রভৃতি।
- সামাজিক অধিকারঃ যে সমস্ত সামাজিক অবস্থা ব্যক্তিকে সমাজের অঙ্গ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে এবং ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে সেগুলিকে সামাজিক অধিকার হিসেবে গন্য করা হয়। শিক্ষা লাভের অধিকার, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার প্রভৃতি।
- **সাংস্কৃতিক অধিকারঃ** এমন সকল অধিকার যেগুলি মানুষের সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এবং প্রিতিটি ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায় ও সমাজের সামগ্রিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্দীপনা যোগায় বা সাহায্য করে সেগুলি সাংস্কৃতিক অধিকার হিসেবে গন্য করা হয়। শিল্পকলায় অংশগ্রহণের অধিকার, সংখ্যালঘুদের নিজ সাংস্কৃতিক পরিচিতি সংরক্ষণের অধিকার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তার থেকে উদ্‌ভুত সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার প্রভৃতি।
- তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার হিসেবে সমষ্টিগত অধিকার যেমন শান্তির অধিকার, স্থিতিশীল উন্নয়নের অধিকার প্রভৃতি।

অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

- স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব (Theory of Natural Rights)
- অধিকার সম্পর্কিত দৃষ্টবাদী বা আইন বিষয়ক তত্ত্ব (Positivist or Legal Theory of Rights)
- অধিকার সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Historical Theory of Rights)
- অধিকার সম্পর্কিত ভাববাদী বা ব্যক্তিত্ব বিষয়ক তত্ত্ব (Idealist Theory of Rights)
- অধিকার সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory of Rights)
- অধিকার সম্পর্কিত নয়া-উদারবাদী তত্ত্ব (New Liberal Theory of Rights)

তত্ত্ব	তাত্ত্বিক	মূলবক্তব্য	সমালোচনা
স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব	হব্‌স, লক্‌, রুশো, টমাস পেইন, স্পেন্সার, গিডিংস প্রমুখ।	♠ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার সহজাত, শাশ্বত, অবাধ, অহস্তান্তর যোগ্য ও অপরিহার্য। ♠ অধিকার প্রাক-সামাজিক ও প্রাক-রাষ্ট্রীয়। ♠ **হবস** ⟶ আত্মসংরক্ষণের জন্য যেকোন কাজ করার স্বাধীনতা, **লক** ⟶ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি, **রুশো** ⟶ নীজের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করা অপেক্ষা অপরের ইচ্ছার অধিনে না থাকাকে বুঝিয়েছেন।	➢ নির্দিষ্ট কোন সজ্ঞা নেই ➢ শ্বাশ্বত অধিকারের ধারণা অর্থহীন,কারণ তা সময়ের সাথে পরিবর্তনীয় ➢ অবাধ অধিকার উশৃঙ্খলতার জন্মদেবে যা সমাজ কল্যাণ পরিপন্থী ➢ প্রাক-সামাজিক বা প্রাক-রাষ্ট্রীয় ধারণা অর্থহীন।
অধিকারের আইন বিষয়ক তত্ত্ব	জন অস্টিন, জেরমি বেন্থাম, বার্নাড বোসানকেত, ডেভিড রিচি, জন সলমন্ড প্রমুখ।	♣ অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্র পূর্ব ধারণা নয়। ♣ অধিকার রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত, তাই কোনটি অধিকার আর অধকার নয় তার নির্ধারক হল এটি। ♣ রাষ্ট্রীয় আইন যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই অধিকারও পরিবর্তনশীল। শাশ্বত ধারণা নয়। ♣ অধিকার রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা স্বীকৃত হবার দরুণ অধিকার লঙঘনকারীকে রাষ্ট্র উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে পারে। ♣ এখানে ব্যক্তির কর্তব্য পালন অধিকার ভোগের প্রাথমিক শর্ত।	♠ রাষ্ট্রই অধিকারের একমাত্র উৎস নয়, প্রথা-নৈতিকতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ♠ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবেও ব্যক্তি অধিকারভোগ করে। ♠ রাষ্ট্রকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রয়েছে। ♠ মার্কসীয় সমালোচনা

অধিকার বিষয়ক তত্ত্ব	তাত্ত্বিক	মূল বক্তব্য	সমালোচনা
ঐতিহাসিক তত্ত্ব	জার্মানির সেভিগিনি, পুচটা, ইংল্যান্ডের হেইনরি মেইন, এডমুন্ড বার্ক, জেমস কার্টার প্রমুখ।	♦ অধিকার হল দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রকৃয়ার ফল ♦ সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথা অধিকারে পরিণত হয়। ♦ বার্কের মতানুযায়ী ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিত সৃষ্ট অধিকার স্থায়ী হতে পারে না। তাই তিনি ফরাসি বিপ্লবের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবকে বেশি প্রশংসা করেন।	♦ সবসময় সমাজে প্রচলিত প্রথা অধিকারে পরিণত হয়না।উদাঃ দাস ব্যবস্থা ♦ অধিকারকে প্রথাভিত্তিক বলে স্বীকার করে নিলে সমাজ রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।
ভাববাদী তত্ত্ব	হেগেল, গ্রীন, ক্রাউজে, হেনক্রাইসি প্রমুখ	♥ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাই এর অপর নাম ব্যক্তিত্ব বিষয়ক তত্ব(Personality Theory of Rights) ♥ সমাজ নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির অসম্ভব ♥ অধিকারের প্রধান ভিত্তি হল নৈতিকতা এবং অধিকার ও নৈতিকতা অচ্ছেদ্য অংশ ♥ এই তত্বানুযায়ী ব্যক্তির নৈতিক আদর্শই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। গ্রীনের মতে সেই আইনই আনুগত্য লাভ করে যা ব্যক্তির নৈতিক লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে।	♥ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নির্ধারনের মানদণ্ড কি হবে তা স্পষ্ট নয় ♥ ব্যক্তি ও সমাজ কল্যাণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের উপায় বলা হয়নি ♥ রাষ্ট্রীয় কর্তৃকে অবহেলা করলেও অধিকারের প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি

অধিকার বিষয়ক তত্ত্ব	তাত্ত্বিক	মূল বক্তব্য	সমালোচনা
মার্কসীয় তত্ত্ব	কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস	❖ অধিকার সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণা নিহিত রয়েছে মার্কসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বে। ❖ শ্রেণী বিভক্ত বৈষম্যমূলক সমাজে ব্যক্তি কখনই সঠিক অধিকার ভোগ করতে পারে না, এখানে মূলত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণী অধিকার যাবতীয় অধিকার ভোগের অধিকারী। ❖ অধিকারভোগের ক্ষেত্রে অর্থনীতির উপর গুরুত্ব ❖ ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যখ্যায় দেখা যায় প্রতিটি সমাজে শুধুমাত্র প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাই যাবতীয় অধিকার করায়ত্ব করেছে। ❖ তাই একমাত্র শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।	❖ অর্থনৈতিক অধিকারের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ, ফলে রাজনৈতিকঅধিকার উপেক্ষিত ❖ প্রেলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে তা নয়। কারণ তাদের পরিচালক হিসেবে কমিউনস্ট পার্টির প্রভাব যে তাদের ওপর পড়বে না তা বলা যা না!
নয়া-উদারবাদী তত্ত্ব	জন রলস, রোনাল্ড ডোয়ার্কিন, হেবারমাস প্রমুখ	► মৌলিক অধিকার ও রাজনৈতিক মতভেদ নিষ্পত্তির জন্য গণতান্ত্রিক রীতি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ। ► কোন্ কোন্ অধিকার মৌলিক ও কোনগুলি গণতান্ত্রিক রীতি তা নির্ধারিত হবে যুক্তিনির্ভর আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে গড়েওঠা মৈতিক্য। ► রাষ্ট্রের কাজ হল সমাজে চলতে থাকা আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ বজায় রাখা। উদাহরণ অস্পৃশ্যতা আইন করে বন্ধ হবে না, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব।	► আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সবসময় যে সম্ভব হবে তা বলা যায় না। ► গণতান্ত্রিক রীতির কথা বলা হলেও সবসময় সঠিক গণতান্ত্রিক পথে নাওচলতে পারে, এখানে শ্রেণী প্রাধান্য থাকে

অধিকার ও কর্তব্যঃ তুলনামূলক আলোচনা

- অধিকার হল এমন একটি উন্নত পরিবেশের অবস্থা যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। অন্যদিকে কর্তব্য বলতে ব্যক্তির অধিকার ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি দায়-দায়িত্ব পালন করাকে বোঝায়।
- অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক একটি বিষয়। একটিকে বাদ দিলে অন্যটির অস্তিত্ব অর্থহীন।
- যেহেতু অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক বিষয় সেহেতু একজনের অধিকার ভোগ অন্যজনের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রত্যকটি ব্যক্তির কর্তব্য পালনের সচেতনতাই যথার্থ অধিকারভোগের পরিবেশ তৈরি করতে পারে।
- অধিকার ও কর্তব্য একই মুদ্রার দুটি পিঠ। রাষ্ট্র ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশে উপযোগী পরিবেশের ব্যবস্থা করে থাকে অন্যদিকে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ থাকে। যদি কোন রাষ্ট্র অধিকারভোগ ও কর্তব্য পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে সেখানে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য।
- অধিকারভোগের পরিধি কর্তব্য পালনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, কারণ অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে কর্তব্যহীন অধিকার নীতিহীন উপকথার মতোই অর্থহীন।

মূল্যায়ন

- অধিকারের দাবী গণতান্ত্রিক আদার্শকেই তুলে ধরে
- অধিকারের ধারণার বিশ্বজনীনতা
- বর্তমানে ব্যক্তি অধিকারের সাথে সাথে সমষ্টিগত তৃতীয় প্রজন্মের অধিকারের উপলব্ধি
- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি মানবাধিকারের চর্চা বর্তমান শতাব্দীতে বহুল চর্চিত বিষয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. মন্ডল, জয়প্রকাশ ও গায়েন, সুবীর সম্পাদিত (২০১৯), রাষ্ট্র তত্ত্বের সহজপাঠ, এভেনল, বর্ধমান
2. দাস, দীপক কুমার সম্পাদিত (২০০৫), রাজনীতির তত্ত্বকথা, একুশে, কলকাতা।
3. মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০১২), আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা
4. দাশ, প্রাণগোবিন্দ (২০১৬), আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, সেন্ট্রাল, কলকাতা
5. Gauba, O.P (2014), An Introduction to Political Theory, Mayur Paperbacks, Noida
6. Ramaswami, Sushila (2015), Political Theory Ideas and Concept, PHI Learning Private Limited, Delhi

জিজ্ঞাস্য (Queries)

- Bach 2023- no query

Thank You